

Chittagong Hill Tracts Commission

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলা- মামলার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

২৯ ডিসেম্বর ২০১৮, ঢাকা। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনের বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা প্রদান, নির্বাচনী প্রচারণা অফিস জ্বালিয়ে দেয়া, তাদের সমর্থকদের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা ও বাড়ীঘর গুঁড়িয়ে দেয়া, একটি নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোটদানের জন্য মুঠোফোনে স্থানীয় ভোটারদের হুমকি প্রদানসহ প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকদের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা হয়রানির ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার পুজগাং বাজারে দুর্বৃত্তদের এলোপাতাড়ি গুলিতে একজন পাহাড়ি ও এক বাঙালি শ্রমিক নিহতের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর নির্লিপ্ত ভূমিকা এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারাদেশের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় নানাভাবে বাধা প্রদান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষে পোলিং এজেন্ট না হওয়া ও নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য বিভিন্ন মুঠোফোন থেকে প্রতিনিয়ত সাধারণ ভোটারদের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৩ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সদরের মুনিগ্রাম গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী নতুন কুমার চাকমার তিন সমর্থকের বাড়ী সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরের দিন ২৪ ডিসেম্বর পানছড়ি উপজেলার পুজগাং নামক এলাকায় তাঁর নির্বাচনী অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একইদিনে পুজগাং নিচ বাজারে দুর্বৃত্তরা এলোপাতাড়ি গুলি চালালে চা দোকানদার চিক্কো চাকমা ও নির্মাণ শ্রমিক সোহেল রানা নিহত হন।

ইতিপূর্বে গত ১২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা যাতে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই নিশ্চয়তার দাবি জানিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। এছাড়া ভোটাররা নিরুৎসাহিত হয় এমন কোন বিধি নিষেধ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আরোপ না করার দাবিও সম্মেলনে করা হয়।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে যৌথবাহিনীর দ্বারা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান চলছে। এ ধরনের অভিযানের কারণে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার তৈরি হতে পারে। এ ভীতিকর ও আতঙ্কিত পরিবেশ সাধারণ ভোটারদের নিঃসংশয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হতে পারে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করছে। তাই নির্বাচন কমিশনের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন জোর আহবান জানাচ্ছে, ৩০

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain

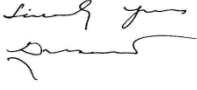
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

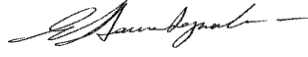
ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের নামে যৌথবাহিনীর অপারেশন বন্ধ করা হোক।

নির্বাচন কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিয়ে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখুক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সেটাই প্রত্যাশা করছে।

ধন্যবাদসহ,



সুলতানা কামাল
কো-চেয়ার



এলসা স্টামাতোপৌলৌ
কো-চেয়ার



মির্না কানিংহাম কেইন
কো-চেয়ার

সদস্য: ড. স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

উপদেষ্টা: ইয়েনেকি এরঞ্জ, টম এক্সলিসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।